بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬শে আগস্ট, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যুক্তরাজ্যের জলসার দ্বিতীয় দিন গোটা বছর জুড়ে বর্ষিত আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির উল্লেখ করা হয় যাতে বিভিন্ন বিভাগের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয় এবং জামাতের উন্নতি ও অগ্রগতির কথা বর্ণনা করা হয়। এই পরিসংখ্যান বর্ণনার পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ঘটনাও আমি উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু মাত্র দেড়-দু' ঘন্টায় সেই পরিসংখ্যানের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব হয় না আর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা সম্ভবও নয়, তাই বলার জন্য যে নোটস আমি নিয়ে আসি তা প্রায় সেভাবেই ফিরিয়ে নেয়া হয়। তবে এসব পরিসংখ্যান তাহরীকে জাদীদ পত্রিকা ছাপতে শুরু করেছে এবং প্রতি বছরের বিবরণ যা-ই হোক তা পুস্তক আকারেও প্রকাশিত হচ্ছে। আর ঘটনাবলীর সাথে এর যতটুকু সম্পর্ক বিভিন্ন সময় আমি তা বর্ণনা করে থাকি। আজও আমি এর মধ্য থেকে কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করব যা থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারীদের হৃদয়ে কিভাবে তাহরীক (আত্মিক প্রেরণা সৃষ্টি) করে থাকেন। কতককে স্বপ্নের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সত্যতা অবহিত করেন, কোথাও আবার বই-পুস্তক বা লিটারেচার তবলীগের কারণ হয়। আবার কোথাও আহমদীয়াতের বিরোধিতা আহমদীয়া জামাতের প্রচার ও প্রসারে ফলন বৃদ্ধিকারি সারের ভূমিকা পালন করে। কোথাও আহমদীদের আচার-ব্যবহার অন্যদেরকে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করে। এরপর এমন এমন ঘটনাও রয়েছে যা দূর-দুরান্তের অঞ্চলে বসবাসকারীদের আহমদীয়াতে অবিচল ঈমানের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়ে থাকে। শিশুদের তরবীয়তের প্রতি লক্ষ্য করলে আহমদীয়াত গ্রহণ করায় কিংবা আহমদীদের সাহচর্যে থাকার কারণে শিশু-সন্তানদের মাঝেও

অসাধারন পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যা অন্যরাও অনুভব না করে পারে না। সারকথা হল ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিতে দেখলে আমরা বলতে পারি যে, নিঃসন্দেহে আমরা এক সুব্যবস্থাপনার অধীনে ইসলামের সত্যিকার বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু ফলাফল বা পুরস্কার আল্লাহ্ তা'লা যা দিচ্ছেন তা আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি, অথবা আমরা এ কথাও বলতে পারি এবং এটিই সত্য যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে ইসলামের বাণী পৌঁছানো এবং মানুষের বক্ষ তা গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত করার কাজও স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাই করছেন। আল্লাহ্ তা'লাই যেভাবে তাকে (আ.) বলেছিলেন, **'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব'**, তাই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং অনেক কাজ নিজেই সম্পাদন করে যাচ্ছেন। আর নিশ্চিতরূপে সকল সদাত্মা ও সৎ প্রকৃতির আহমদীরা এটি খুব ভালোভাবে জানেন যে, আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং আমাদের উপায় উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার ফযল এবং কৃপার ফলেই আহমদীয়াতের উন্নতি হচ্ছে। ভূমিকা দির্ঘায়িত করার পরিবর্তে এখন আমি কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি।

গিনি কোনাকড়ি'র মুবাল্লিগ সাহেব একটি ঘটনার বর্ণনায় লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতের পরিচিতি মূলক দুই পৃষ্ঠার একটি লিফলেট দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ায় দূর-দুরান্ত থেকে ফোন-কল আসে যে, আমরা আমাদের প্রবীণদের কাছে ইমাম মাহদী এবং মসীহ-এর আগমন সম্পর্কে শুনতাম। এখন আপনাদের এই লিফলেট পড়ে আমাদের মাঝে আপনাদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ জন্মেছে কেননা আমরা মনে করি, সেই সময় এসে গেছে যখন উম্মতে মুসলেমাহ্র সংশোধনের জন্য একজন প্রত্যাদিষ্টের প্রয়োজন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেক মানুষের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে এবং তারা বয়আত করে জামাতভুক্ত হয়েছেন। লিফলেট শুধুমাত্র ঠিকানা জানানোর একটি মাধ্যম, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পূর্ব থেকেই মানব-হৃদয় প্রস্তুত করে

রেখেছেন। আর যারা বিবেক বুদ্ধি রাখে তারা অনুভব করে যে, এটি সেই যুগ যে যুগে একজন সংস্কারকের প্রয়োজন, একজন মসীহ্ এবং মাহদীর প্রয়োজন। কে বলতে পারে যে, এই দূর-দুরান্তের অঞ্চলে কারো প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করছে অথবা আহমদীয়াতের সংবাদ সেখানে পৌঁছেছে। অতএব এটি আল্লাহ্ তা'লারই কাজ, মানবীয় চেষ্টা প্রচেষ্টার এতে কোন দখল নেই।

এরপরের দেশটি হলো তানজানিয়া। প্রথমে বলা হয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার এক দেশের কথা, এখন হচ্ছে পূর্ব আফ্রিকার। সেখানকার টোডোমা শহরের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ-গ্রন্থের এক প্রদর্শনী চলাকালে একজন মহিলা আমাদের স্টলে আসেন এবং অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটি কি মুসলমানদের স্টল! এরপর প্রদর্শিত বই পুস্তকের সাথে তিনি ধীরে ধীরে পরিচিত হন। অবশেষে তিনি একটি বই ক্রয় করেন যাতে খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং উপাত্ত ছিল। এর একদিন পর সেই মহিলা তার স্বামীকে নিয়ে পুনরায় আমাদের স্টলে আসেন। সেদিন তারা উভয়েই সেনাবাহিনীর পোষাক পরিহিত ছিলেন, তারা সেনাবাহিনীর সদস্য। সেই মহিলা বলেন, ইনি আমার স্বামী এবং বিয়ের পর আমাদের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। আমি মুসলমান আর আমার স্বামী খ্রিস্টান। সেই মহিলা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম যে, ইসলামের শিক্ষামালা বুঝিয়ে বলে আমি তাকে মুসলমান বানিয়ে নিই। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে এমন কোন ভালো তথ্য এবং উপাত্ত আমি কোথাও পাচ্ছিলাম না। গতকাল যখন আমি আপনাদের স্টলে আসি তখনই আমার মনে হয় যে, আমি আজ সঠিক ও যথার্থ স্থানে এসে গেছি। সুতরাং গতকাল আমি আপনাদের কাছ থেকে একটি পুস্তক ক্রয় করি এবং আমার স্বামীকে তা পড়তে দেই। এই পুস্তক পড়ার পরই তার অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায় আর যেসব প্রশ্ন এখনো বাকি রয়ে গেছে, সেই সাথে তিনি আরও বলেন, আমি আশা করি

আপনাদের সাথে আলোচনা করে আজ সেই সব প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যাবে। অতএব মুবাল্লিগ সাহেবের সাথে এই দু'জনের দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়। অবশেষে তার স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং তারা উভয়ে বয়আত করে সত্যিকার ইসলাম অর্থাৎ আহমদীয়াতভুক্ত হন। স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য সত্যিকার যে আকুলতা তার ছিল, সেই ব্যকুলতাই আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে এভাবে আকৃষ্ট করেছে যে, ঘটনাচক্রে তিনি সেখানে আসেন আর এভাবে তাদের উভয়কে আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়ার তৌফিক দান করেন।

এরপর এটি কেবল আফ্রিকার কথাই নয় যে, লিফলেট বা তবলীগের মাধ্যমে সেখানে বাণী পৌঁছাচ্ছে এবং শুধু আফ্রিকা ও তৃতীয় বিশ্বের লোকদের মাঝেই জানার আগ্রহ আছে এমন নয় বরং আমাদের এখানকার, হার্সফিল্ডের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, এখানেও এমন অনেক মানুষ আছে যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। তিনি বলেন, ওয়ান্‌য্‌লে শহরে তবলীগি লিফলেট বিতরণ করা হয় যার ফলে সেখানে মানুষের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। কিছুদিন পর সেখান থেকে পঞ্চাশ জনের অধিক ইংরেজ নারী-পুরুষ কোচ ভাড়া করে হার্সফিল্ডে আমাদের মসজিদে আসেন এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম সম্পর্কে জানা। এই প্রতিনিধি দলের সাথে মসজিদে আড়াই ঘন্টার অনুষ্ঠান হয় এবং ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্পর্কে তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এরপর প্রশ্নোত্তর অধিবেশন হয়। মানুষের নিজে থেকে এখানে আসা এবং এদিকে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া এটিও একটি বিশেষত্ব যে, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের সর্বত্র মানুষের অন্তর এদিকে ঝুঁকিয়ে দিচ্ছেন। একদিকে ইসলামের বিরোধিতা হচ্ছে এবং স্বয়ং মুসলমানরাই ইসলামকে দুর্নাম করার অপচেষ্টা করছে আর এর ফলে অমুসলমানরা সীমালঙ্ঘনের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আর অপরদিকে

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এক মনোরম বায়ু প্রবাহিত করছেন যার ফলে মানুষের মাঝে সত্য ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বা আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে।

এরপর আমরা আরো দেখছি, দূর-দুরান্তের অঞ্চলে বসবাসকারীদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের দিক থেকে কিভাবে দৃঢ় ও মজবুত করে চলছেন এবং তাদের মাঝে কুরবানী ও ত্যাগের মনমানসিকতা সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। বেনীনের আমীর সাহেব লিখেন, আলআডা রিজিওনের একটি জামাত সোকো-তে এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে জামাতের সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা দেখিয়েছেন এবং অনেক পর্যায়ে অসাধারণভাবে তারা সময় এবং সম্পদের কুরবানী করে শ্রমিকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতাও করেছেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য দূরদুরান্ত থেকে মহিলারাও পানি বয়ে এনেছেন আর এভাবে তারাও মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ নিয়েছেন। স্থানীয়ভাবে যিনি সেখানকার গ্রাম্য-প্রধান তিনি বলেন, এই মসজিদ গ্রামবাসীর জন্য শান্তিপূর্ণ ইসলামের এক মূর্ত প্রতীক। অনুরূপভাবে সেখানকার যিনি চীফ ছিলেন তিনি বলেন, আলআডা রিজিওনের কাউন্সিলের জন্য এই মসজিদ এক আলোকবর্তিকা বা আলোর মিনার স্বরূপ। এই এলাকার মানুষ যারা বেশির ভাগ প্রতিমা-পূজারী এবং সেই স্থানীয় চীফ যাদেরকে সেখানে ছোট ছোট এলাকার বাদশাহ্ বলা হয়, তিনি বলেন, এক সময় আমিও প্রতিমা-পূজারী ছিলাম। কিন্তু আজ আহমদীয়াতের কল্যাণে আমি এক খোদা-র উপাসনাকারীতে পরিণত হয়েছি। আর আমি আপনাদের সবাইকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তিনি সেখানকার লোকদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, এই জামাত সত্য এবং ভালোবাসার এক মূর্ত প্রতীক বা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর জামাতে আহমদীয়ার কল্যাণেই আমি এটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি যে, যদিও আমি একজন বাদশাহ্ কিন্তু আমার ওপরও এক মহান অধিপতি রয়েছেন যার ইবাদত করা আমাদের সবার জন্য অত্যাবশ্যক। অতএব আল্লাহ্ তা'লাই একমাত্র সত্তা যিনি

মানুষের মনমস্তিষ্কে এই চিন্তা ভাবনা উদ্রেক করছেন যে, আহমদীয়া জামাতের বাণী সত্য, ইসলামের শিক্ষামালাও সত্য আর প্রকৃত বা সত্যিকার শিক্ষা এটিই, যা জামাতে আহমদীয়া বিশ্বে প্রচার করছে এবং এটিই সেই শিক্ষা যদ্বারা প্রতিমা-পূজারী বা মুশরিকরা এক খোদার উপাসকে পরিণত হচ্ছে। এই এলাকার আরেকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই কথাও বলেন যে, যখন এই এলাকায় ইসলাম প্রচার বা তবলীগ করা হয় এবং মানুষের মনোযোগ ইসলাম ও আহমদীয়া জামাতের প্রতি নিবদ্ধ হয় তখন অনেক মানুষ, ইসলামের নামে যারা ভীত-ত্রস্ত ছিল এবং জামাতের পক্ষে ছিল না তারা আমার কাছে আসে এবং এই আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, এরা অন্যান্য সংগঠনের মতো আমাদের লোকদেরকে হত্যা করতে এবং আমাদের সন্তানদের অপহরণ করার জন্য এসেছে। সুতরাং এলাকার যিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন তিনি বলেন, তাই আমরা আমাদের যুবকদের ডিউটিতে নিয়োজিত করি যারা রাতের বেলা বিভিন্ন সময় গিয়ে এলাকার আহমদী লোকদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতো যে, এই জামাত কোন ধরণের বেআইনী কাজে জড়িত নয় তো! কিন্তু অনেক গভীর পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে এখন আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, শুধুমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এই জামাতের উদ্দেশ্য।

আহমদীয়াতের বিরোধীরা বিভিন্ন লোভ-লালসা দেখিয়ে মানুষকে আহমদীয়াত থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা দূর-দুরান্তের এই অঞ্চলে বসবাসকারী বাহ্যত স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকদের ঈমানকেও দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি প্রদান করছেন। বেনীনে আমাদের একজন স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেব বোযেনপে নামক জায়গা থেকে লিখেন, কয়েক জন লোক সেখানে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করে এবং একটি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, বয়আত করার পূর্বেও এরা মুসলমানই ছিল তবে অন্য আরেকটি শহরের মসজিদের ইমামের অধীনস্ত ছিল, যেটি ছিল কাছাকাছি

বড় একটি শহরে। বয়আতের পর তাদের সাথে জামাতের নিয়মিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন ক্লাস সেখানে আরম্ভ করা হয়, পবিত্র কুরআন, নামায এবং অন্যান্য ইসলামী ইবাদত শিখানো হয়। কিছুকাল পর সেই এলাকার ইমাম যখন এটি জানতে পারে তখন সে জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার আরম্ভ করে। সে বলে, আহমদীরা তো মুসলমানই নয়, এরা কাফের, আপনারা তাদের ছেড়ে দিন অর্থাৎ আহমদীয়া জামাত ছেড়ে দিন। তখন নবাগত আহমদীরা উত্তর দেয় যে, আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ এই এলাকায় বসবাস করছি, আপনারা কখনো এখানে এসে আমাদের ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করেননি বা খোঁজ খবর নেননি আর আমাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারেও কোন খোঁজ নেননি। আহমদীরা এসে যখন আমাদের সন্তানদের নামায এবং কুরআন পড়াতে আরম্ভ করেছে, আপনারা তখন বলছেন, এরা মুসলমান নয়। আপনাদের এ কথা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা বুঝতে পারি না যে, যারা আমাদের নামায এবং কুরআন শিখাচ্ছে আমরা তাদের কিভাবে কাফের বলতে পারি! আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এরা সবাই অবিচল রয়েছেন। এখন এই এলাকায় আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করারও তৌফিক দিয়েছেন।

এরপর বেনীনেরই আরেকজন মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, রেডিওতে তবলীগের অনুষ্ঠান চলাকালে একজন শ্রোতা-বন্ধু গান উন্টো এরিক সাহেব-এর ফোন আসে। তিনি আমাদেরকে তাদের গ্রামে তবলীগ করতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, তিনি যখন তার ঠিকানা বলছিলেন তখনই ফোন-লাইন কেটে যায়, তাই আমাদের কথা শেষ হয়নি বা তার পুরো কথা শোনা হয়নি। তিনি লিখেন, এরপর আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে একদিন একটি গ্রাম সিনরেপোতা-য় যাই। তখন এক ব্যক্তি আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে যান এবং সবাইকে ডেকে বলেন, দ্রুত এখানে আস, যাদেরকে প্রতিদিন আমরা রেডিওতে শুনতে পাই তারা স্বয়ং আমাদের গ্রামে উপস্থিত। এরপর তবলীগের ফলে দুই

শতাধিক মানুষ সেখানে বয়আত গ্রহণ করে এবং নতুন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাত্র কয়েকদিন হয়েছে তারা বয়আত করেছেন কিন্তু তাদের ঈমানের দৃঢ়তার অবস্থা দেখুন। বয়আত করার দু'দিন পর প্রচন্ড বৃষ্টি এবং তুফানের কারণে এরিক সাহেব যিনি একজন নব-আহমদী ছিলেন তার ঘরের দেয়াল ধ্বসে পড়ে এবং সেই দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে তার আট মাসের শিশু সন্তান মারা যায়। সেটি ছিল বহুশ্বরবাদী বিভিন্ন মুশরিকদের গ্রাম, এ ঘটনায় তারা বলে, সবে মাত্র এই জামাতের প্রতি তুমি ঈমান এনেছ আর সাথে সাথেই বিপদ আসতে শুরু হয়ে গেছে। তখন তিনি বলেন, যে সত্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি তাতেই আমি ঈমান এনেছি, বাকি রইল সন্তান আর ধন-সম্পদ, আল্লাহ্ তা'লাই তা দেন আবার তিনিই তা ফিরিয়েও নেন। তাই পরিস্থিতি যা-ই হোক, আমি কখনো এই জামাত থেকে পিছু হটবো না। আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি, আমি আহমদী এবং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা মরণকালে শেষ নিঃশ্বাষ পর্যন্ত আহদীয়াতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকব। অতএব এই হচ্ছে তাদের ঈমানের দৃঢ়তা এবং তৌহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করছেন। তাৎক্ষনিকভাবে তিনি নামায সেন্টার বানানোর জন্য তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটি অংশও জামাতকে দান করেন বরং তাতে তিনি নিজেই একটি সাধারণ ছাপড়া বা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে দিয়েছেন যেন সেখানে পবিত্র কুরআনের ক্লাশ আরম্ভ করা যায়।

আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত এবং সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছানোর পথ কিভাবে খুলে দিচ্ছেন। এই সম্পর্কে তানজানিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, শিয়াঙ্গা রিজিওনের এক গ্রামে এ বছর একটি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রিজিওনেরই আরেকটি গ্রামে তবলীগি অনুষ্ঠান চলছিল। তখন পূর্বে উল্লেখিত গ্রাম মতিভু-র একজন মহিলা ঘটনাচক্রে সেখানে পৌঁছেন। আহমদীয়াতের বাণী শুনে তিনি বলেন, আপনারা আমাদের গ্রামেও ইসলামের বাণী এবং তবলীগ

নিয়ে আসুন কেননা সেখানে কতিপয় মুসলমান আছে এবং তাদের একটি মসজিদও রয়েছে, কিন্তু যে ইসলাম আপনারা উপস্থাপন করছেন তা তাদের ইসলাম থেকে একেবারেই পৃথক। সুতরাং আমাদের মুয়াল্লিমগণ সেখানে গিয়ে ইসলাম আহমদীয়াতের তবলীগ করলে প্রথম দিনই মসজিদের ইমামসহ ৯৩ ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ করে জামাতভুক্ত হন। এই এলাকার সুন্নী মৌলভী যখন এটি জানতে পারে যে, এরা আহমদী হয়ে গেছে তখন সেও সেই গ্রামে পৌঁছে যায় এবং বলে, তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছ, সত্য পথ থেকে তোমরা বিচ্যুত হয়েছ, এরা মুসলমান নয়। নবাগত আহমদীরা এ কথা শুনে উত্তর দেয়, আমরা চিন্তা ভাবনা করেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি এবং এটিই সত্য ইসলাম। তাই আমরা তোমার কোন কথা মানতে প্রস্তুত নই। লোকেরা যখন মৌলভীর কোন কথাই শুনলো না তখন সে সেখানকার যে ইমাম (নব আহমদী) তাকে বলতে আরম্ভ করে যে, তুমি এসে আমার সাথে আমার অফিসে সাক্ষাত কর। অর্থাৎ তাদের যে বড় মৌলভী ছিল সেই মৌলভী স্থানীয় ইমামকে বলে, তুমি এসে আমার সাথে অফিসে সাক্ষাত কর। স্থানীয় ইমাম সাহেব তার এ কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমি তোমার কাছে যাব না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতের সাথে এই নবাগত আহমদীদের সম্পর্ক দিন দিন দৃঢ়তর হচ্ছে এবং তারা জামাতের চাঁদার ব্যস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। তারা অনেক দরিদ্র এবং বিত্তহীন মানুষ। অনেক সময় তারা সফরের জন্য পথখরচও সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু, কেন্দ্রে শূরার প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য তাদের সবাই চাঁদা একত্রিত করে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। আর তাদেরই কারণে অর্থাৎ এই নওমোবাঈনদের কারণেই নিকটস্থ আরো দু'টি গ্রামে জামাতের চারা রোপিত হয়েছে এবং জামাতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একইভাবে তানজানিয়াতে শিয়াঙ্গা রিজিওনের আরেকটি গ্রামে জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গত কয়েক বছর ধরে সেখানে মুসলমানদের বসবাস ছিল

এবং সেখানে তাদের একটি কাঁচা মসজিদ ছিল। আমাদের মুয়াল্লিমগণ সেই এলাকায় পৌঁছে তবলীগি অনুষ্ঠান করলে মসজিদের ইমামসহ গ্রামের ১৩০ জন সদস্য বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। আহমদী হওয়ার পর তাদের একজন নেতৃস্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি ইদি সাহেব গত এপ্রিলে দারুস্ সালামে আমাদের শূরায় আসেন এবং জামাতের সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি খুবই প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, ১৯৯৩ সাল থেকে আমি মুসলমান কিন্তু আমরা সৌভাগ্যবান যে, এখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামাতভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন।

এরপর হলো ফরাসী ভাষা অধ্যুষিত আফ্রিকার আরেকটি দেশ বুরকিনা ফাঁসো। সেখানকার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, চলতি বছর তেঙ্গুডকো রিজিওনে জামাতের অনেক বড় এবং খুব সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণের তৌফিক লাভ হয়েছে। সেখানে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হলে গ্রামের লোকেরা ইমামসহ বয়আত করে। বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা তখন সেখানে পৌঁছে যায় আর তাদের কাছে গিয়ে বলে, আপনারা আহমদীয়াত ছেড়ে দিন তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের খুব সুন্দর একটি মসজিদ আপনাদেরকে দিয়ে দিব। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদী ইমাম জামাতে আহমদীয়ার আঁচল দৃঢ়ভাবে ধরে রাখেন এবং জামাতের কাঁচা মসজিদটিকে অন্যদের মসজিদ যা কুয়েত বা আরবের অর্থে নির্মিত, সেই মসজিদের ওপর প্রাধান্য দেন। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত সেখানে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণের তৌফিক লাভ করেছে যা মহাসড়কের পাশেই নির্মিত হয়েছে। আমাদের মসজিদ নির্মাণের এই সংবাদ পুরো শহরে এবং সংশ্লিষ্ট পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই মসজিদের উদ্বোধন কালে আশপাশের গ্রামের সকল ইমাম এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সেখানে উপস্থিত হন এবং রিজিওনাল চীফও সেখানে ছিলেন। একজন বিরুদ্ধবাদী ইমাম পূর্বে যে মুখালেফাত করতো তিনবার জিজ্ঞেস করেন যে, যা কিছু আমি এখানে দেখছি সেটিই কি আহমদীয়াত। তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আহমদীয়া জামাত

সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমি যা কিছু শুনেছিলাম তার সবই মিথ্যা ছিল। কিন্তু আজ আমি বলতে পারি যে, আহমদীয়াতের চেয়ে বড় আর কোন ইসলাম হতেই পারে না। অতএব যারা সত্যিকার মুসলমান, যাদের হৃদয়ে ইসলামের জন্য মমতা রয়েছে, যারা এটি চায় যে, বিশ্বে ইসলাম প্রচারিত হোক তারা নিজেদেরকে আহমদীয়া জামাতের বাহিরে রাখবে, এটি কখনো চিন্তাই করতে পারে না। আর নিশ্চিতরূপে আজ জামাতে আহমদীয়া ছাড়া এবং ইসলামের সেই বাণী ছাড়া যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে বর্তমানে প্রচারিত হচ্ছে এবং যা প্রচারিত হওয়া র্নিধারিত, তা ছাড়া অন্য কোথাও সঠিক ইসলাম দেখা যেতেই পারে না।

বেনীনের আমীর সাহেব লিখেন, বোহিকো রিজিওনের একটি জামাতে আমাদের মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সেই গ্রামে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে আহমদীয়া জামাতের চারা রোপিত হয় এবং ২৪৫ জন সদস্য আহমদীয়াতের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়। যখন থেকে তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে তখন থেকে তাদেরকে অনবরত বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হয়েছে। বিরোধিতা করেছে আত্মীয় স্বজনেরা, গ্রামের ইমামদের পক্ষ থেকেও চরম বিরোধিতা হয়েছে। গ্রামের ইমাম বিভিন্ন ইমামদের সেই গ্রামে ডেকে জড়ো করে জামাতের বিরুদ্ধে এক বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই জামাতের সদস্যরা নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। চলতি বছর যখন এখানে মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় তখন অ-আহমদী মৌলভীরা প্রকাশ্যে বিরোধিতা আরম্ভ করে এবং মানুষকে এ কথা বলতে থাকে যে, আহমদীদের মসজিদের চেয়ে কোন চার্চ বা গির্জায় গিয়ে নামায পড়া তোমাদের জন্য উত্তম। এমনকি যেই মিস্ত্রী মসজিদ নির্মাণে কাজ করছিল তার ঘরে গিয়েও তাকে তারা হুমকি-ধমকি দেয় যে, এই মসজিদ নির্মাণ করো না। কিন্তু এসব ধমকি এবং বৈরি পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে

জামাত সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করেছে। এই মসজিদে ১৩ মিটার উঁচু দু'টি মিনার রয়েছে এবং খুব সুন্দর ও মনোরম মসজিদ নির্মিত হয়েছে আর ৩৭৫ জন মুসল্লী এখানে একত্রে নামায পড়তে পারেন।

এরপর আমরা দেখি আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন স্বপ্নের মাধ্যমে কিভাবে মানুষকে পথনির্দেশনা দান করেন বা পথ দেখান। আইভরিকোস্টের সানপেদ্রো রিজিওন এর একটি শহরে স্বপ্নের মাধ্যমে এক বন্ধু যুনাম আহমদ সাহেব বয়আত করেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ওহাবী ফির্কাভুক্ত হন। তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি নামায পড়া শিখি এবং যথারীতি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে আরম্ভ করি। এই সময় আমি স্বপ্নে দু'বার একজন বুযুর্গকে দেখি। প্রথমবার আমি স্বপ্নেই অনুধাবন করতে সক্ষম হই যে, এই ব্যক্তি খোদার নবী। আমি মনে করি যে, যার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তিনি সম্ভবত হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। কিছুকাল পর পুনরায় আমি স্বপ্নে দেখি যে, সেই বুযুর্গের ছবি টেলিভিশনে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কেউ পবিত্র কুরআন পাঠ করছে আর টেলিভিশনের নিচে পর্দায় ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা ভাসছে যে, মিশন ইসলামিক আহমদীয়া। এই স্বপ্ন দেখার পর আমি আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। ইমাম সাহেব প্রথমে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে উত্তর দেন কিন্তু আমি যখন জোর করে তাকে ধরি তখন সে বলে যে, এরা অর্থাৎ আহমদীরা মুসলমান নয়। তোমার কি হয়েছে আর কে তোমাকে প্ররোচিত করেছে বা প্রলোভন দেখিয়েছে, কেন তুমি তোমার ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ? এই শহরে আহমদীয়াত নেই। সেই ব্যক্তি যেই শহরে বসবাস করতো সেখানে আহমদীয়া জামাত ছিল না। তখন তিনি মৌলভী সাহেবকে উত্তর দেন যে, আমাকে কেউ প্ররোচিত করেনি বা প্রলোভন দেখায়নি কেননা আজ পর্যন্ত কোন আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাতই হয়নি। আমাকে তো আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আহমদীয়াতের পথ

দেখিয়েছেন। ঘরে এসে আমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, 'আহমদী' এরা কারা ? আর ইমাম সাহেব তাদেরকে কাফের বলছে কেন? তিনি বলেন, এরপর আমি খোদা তা'লার কাছে দোয়া করি এবং অনেক দোয়া করি যে, হে খোদা! তুমিই আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আমি আমার নিকটজনদের কাছে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকি কিন্তু যোগাযোগের কোন ঠিকানা পাইনি। অবশেষে এক বন্ধু আমাকে বলেন যে, অন্য আরেকটি শহর দালওয়া-তে আহমদীয়া জামাত রয়েছে। আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করতে করতে মিশন হাউস পর্যন্ত পৌঁছে যাই, যেখানে মিশনারী সাহেব জামাতের পরিচিতি তুলে ধরেন বা জামাতের সাথে পরিচয় করান। সেখানে মিশন হাউসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ছবি দেখে আমি খুবই অবাক হই। জিজ্ঞাসা করলে মিশনারী সাহেব বলেন যে, ইনিই ইমাম মাহদী এবং যুগ-মসীহ্। সুতরাং আমি তখনই সেখানে আহমদীয়াত গ্রহণ করি এবং মিশনারী সাহেবকে বলি, এই সেই বুযুর্গ যাকে স্বপ্নে আমি দু'বার দর্শন করেছিলাম। তিনি আমাদের মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, বয়আত ফরম আমি আজ পূর্ণ করছি বটে তবে আমি সেদিন থেকেই আহমদী যখন খোদা তা'লা আমাকে স্বপ্নে পথের দিশা দিয়েছিলেন। এখন তিনি বয়আত করার পর রীতিমত চাঁদার ব্যবস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ঘরে তিনি পাঁচ বেলার নামায এবং তাহাজ্জুদও নিয়মিত আদায় করেন। নিজ এলাকায় ইমামসহ অন্যান্য লোকদের তবলীগও করছেন। অতএব এই হলো আল্লাহ্ তা'লার কাজ, মানুষকে যে তিনি কিভাবে পথ নির্দেশনা দিয়ে চলছেন! অথচ অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত, কেননা তাদের নিয়্যত পরিষ্কার নয়।

এরপর বেলজিয়াম থেকে আমাদের মুবাল্লিগ ইনচার্জ লিখেন যে, বেলজিয়াম জামাতের একজন নবাগত আহমদী ইদ্রিস সাহেব স্বপ্নে একজন বুযুর্গ বা প্রবীন ব্যক্তিকে দেখেন। এর পূর্বে আফ্রিকার কথা হচ্ছিল এখন হচ্ছে

ইউরোপের কথা। দেখুন আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত জায়গাকে কিভাবে নিজের করতলগত করে রেখেছেন। তিনি বলেন, তখনও তিনি জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সেই সময় এক বুযুর্গকে তিনি স্বপ্নে দেখেন। এরপর দু'বছর পূর্বে একদিন টেলিভিশনে বিভিন্ন চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে হঠাৎ তিনি এমটিএ আল আরাবীয়া দেখতে পান। তিনি যখন এমটিএ-তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ছবি দেখেন তখনই তার সেই পুরোনো স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি স্বপ্নে এই বুযুর্গকেই দেখেছিলেন। সুতরাং তিনি নিয়মিত এমটিএ দেখতে আরম্ভ করেন আর এভাবে ধীরে ধীরে আহমদীয়াতের প্রতি তার হৃদয় ধাবিত হয়। এরপর সেই ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় বেলজিয়াম জামাতের ঠিকানা সংগ্রহ করেন এবং মিশন হাউসে পৌঁছে বলেন যে, আমি বয়আত করতে এসেছি। মুরুব্বী সাহেব তাকে বলেন, আপনি প্রথমে জামাত সম্পর্কে পড়াশুনা করে নিন, আরো বিভিন্ন তথ্য জানুন, এরপর যা হোক সিদ্ধান্ত নিবেন। তিনি বলেন, আমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। যখন তাকে জামাতের আরো বিষয় বলা হয় এবং বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষন করা হয় তখন তিনি স্বয়ং বিভিন্ন দলীল প্রমাণ দিয়ে সেগুলো খন্ডন করছিলেন বা এর উত্তর দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমার হৃদয় পূর্বেই নিশ্চিত ছিল। অতএব এরপর তিনি বয়আত করেন। এখন দেখুন, যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে আফ্রিকার দূরদুরান্তের অঞ্চলে মানুষের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন একইভাবে তিনি ইউরোপের লোকদেরও হৃদয় উন্মুক্ত করছেন।

এরপর আফ্রিকার আরেকটি দেশ মালী, সেখানকার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, একজন বুযুর্গ বা প্রবীন ব্যক্তি মিশন হাউসে আসেন এবং বলেন যে, আমি বয়আত করতে চাই। তাকে যখন বয়আত করার কারণ জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন, গতকাল রাতে আমি রেডিওতে আপনাদের লাইভ অনুষ্ঠান শুনছিলাম যাতে অনেকে সরাসরি ফোন করে জামাতে আহমদীয়াকে গালমন্দ

করছিল। আমি অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়েই আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! এই উভয় পক্ষের মধ্যে যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট করে আমাকে পথ নির্দেশনা দাও। তিনি আরো বলেন, দোয়া করতে করতেই আমার তন্দ্রা চলে আসে। রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, একদিকে জামাতে আহদীয়ার মুবাল্লিগ আর অপরদিকে জামাতে আহমদীয়ার বিরোধীরা, তাদের উভয়ের মাঝে মুনাযেরা বা বিতর্ক হচ্ছে। কিন্তু আহমদীয়াতের বিরোধীরা আহমদী মুবাল্লিগের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তারা তাকে একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দেয় এবং মাটি চাপা দিতে আরম্ভ করে। ঠিক তখনই আকাশ থেকে একজন বুযুর্গ দৃশ্যপটে আসেন এবং তিনি বলেন, আমি মাহদী আর হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আহমদী মুবাল্লিগের প্রাণ রক্ষা করেন। সেই ব্যক্তি বলেন যে, এরপর আমার চোখ খুলে যায় আর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে আমার হৃদয়ে আর কোন সংশয় নেই। তাই আজ আমি বয়আত করতে চলে এসেছি।

দেখুন! এমটিএ'র মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই পথ খুলে দিচ্ছেন। ফ্রান্সের এক বন্ধুর নাম মুর্তজা সাহেব। তিনি আগে থেকেই মুসলমান কিন্তু আহমদী ছিলেন না। তিনি এমন এলাকায় বসবাস করতেন যেখানে কোন আহমদী বাস করতো না। এ বছর তিনি বয়আত করেন। তিনি বলেন, শিশুকালে বা শৈশবে যখন আমার বয়স আট নয় বছর ছিল তখন আমি একটি পুস্তিকা পড়েছিলাম যার নাম ছিল মসীহুদ্দাজ্জাল। এই বইয়ে তিনটি দলের উল্লেখ ছিল যাদের একটি সফলকাম দল, দ্বিতীয় ভীরুদের দল আর তৃতীয় দল হল শহীদদের। তখন আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছিলাম যে, হে আল্লাহ্! আমাকে সফলকাম দলের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। কিছুকাল পর আমরা হিজরত করে ফ্রান্সে চলে আসি। এখানে একদিন আমি টেলিভিশনে এমটিএ চ্যানেলটি দেখতে পাই আর এভাবে জামাতের সাথে আমার পরিচয় লাভ হয়। এরপর আমি নিয়মিত

এমটিএ দেখতে থাকি এমনকি জামাতের সত্যতা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তবুও তখন আমি বয়আত করিনি। কোন এক রোগের কারণে দীর্ঘকাল ধরে আমার ঘরে কোন সন্তান ছিল না। এমটিএ-তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেসব দোয়া প্রচারিত হয় আমি সেগুলো পাঠ করতে আরম্ভ করি। আর এসব দোয়ার কল্যাণে কিছুকাল পরেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সন্তান দান করেন অথচ ইতোপূর্বে ডাক্তাররা বলেছিল যে, আমার ঘরে কোন সন্তান হবে না। সুতরাং এ বছর ২০১৬ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন দেখে আমি বয়আত গ্রহণ করি।

শিশুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সন্তানদের উত্তম তরবীয়তের প্রভাবও মানুষের ওপর পড়ে। বেনীনের মুবাল্লিগ লিখেন, আত্সে-তে মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সময় শিশুরা পবিত্র কুরআন পাঠ এবং আরবী কাসীদা পরিবেশন করে। তখন প্রতিবেশী গ্রামের অ-আহমদী ইমাম ইসহাক সাহেব বলেন, শিশুরা যেভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ করেছে এবং আরবী কাসীদা উপস্থাপন করেছে তা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। যদি তারা ছোটকাল থেকেই এত সুন্দর করে না শিখতো তাহলে কখনোই এত সুন্দরভাবে তা উপস্থাপন করতে পারতো না। এ থেকে বোঝা যায় যে, আহমদীয়া জামাত ছোটদের বা শিশুদের উত্তম তরবীয়ত করছে। আমি পিতা-মাতাদের বলবো, সেখানকার সেই অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি নিজেই পিতা মাতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি পিতামাতাদের বলবো আপনারা অবশ্যই আপনাদের সন্তানদের মসজিদে প্রেরণ করুন। একদিকে যারা ইসলাম শেখানোর দাবি করে তারা শিশুদের দিয়ে আত্মঘাতি হামলা করাচ্ছে আর অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামাতের তরবীয়তের ফলে অ-আহমদীরাও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করছে যে, আপনারা নিজ শিশু সন্তানদেরকে তরবীয়তের জন্য আহমদীয়া জামাতের মসজিদে প্রেরণ করুন।

এরপর সন্তানদের তরবীয়ত করে তাদেরকে ইসলামী আদর্শে শিক্ষিত করা এবং সমাজের কার্যকর অংশ বা সক্রিয় কর্মী বানানো, এটি আমাদের কাজ। এজন্যই আমরা সন্তানদের তরবীয়ত করে থাকি। এর ফলশ্রুতিতেও মানুষের ওপর জামাতের গভীর প্রভাব পড়ে যেভাবে আমি পূর্বেও এর উপমা বা দৃষ্টান্ত দিয়েছি।

একইভাবে সিয়েরালিওন আরো একটি দেশ। সেখানে বো-রিজিওনের একটি জামাতে আমাদের একজন মুয়াল্লিম একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রমের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। সান নামক একটি জায়গায় তিনি তার জামাতে আহমদী এবং অ-আহমদী শিশুদের ক্লাস করাতে আরম্ভ করেন। তিনি তাদেরকে ধর্মের মৌলিক শিক্ষাই দিতেন। তার ক্লাসে আহমদ পোন্টে নামের একজন অ-আহমদী শিশু - সন্তান অংশ নিতে আরম্ভ করে। সে অনেক কিছু শিখে যায়। একদিন এই ছেলের অ-আহমদী পিতা আব্দুল সাহেব ওযু করছিলেন। তখন এগার বার বছর বয়স্ক এই ছেলে তার কাছে যায় এবং তার পিতাকে বলে যে, আপনি সঠিকভাবে ওযু করছেন না। তখন সেই ছেলে বদনা ভরে পানি নিয়ে আসে এবং তার পিতাকে ওযু করার সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি শিখায় এবং এর পাশাপাশি ওযু করার দোয়া এবং মসজিদে যাওয়ার দোয়াও শিখায়। তার পিতা এসবকিছু দেখে খুব আনন্দিত হন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি এসব কোথায় শিখেছ ? তখন সে বলে, আহমদীয়া মসজিদে যেসব ক্লাস হয় তাতে এগুলো শিখানো হয়। তার পিতা এতে অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাদের মুয়াল্লিম সাহেবের কাছে এসে বলেন, আজ আমি আমার ছেলেকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করান এবং উত্তমভাবে তার তরবীয়ত করতে থাকুন। এরা এখনো আহমদী হয়নি তবুও জামাত যেভাবে সন্তানদের তরবীয়ত করে তাদের ওপর এর গভীর প্রভাব রয়েছে। তাই এই বিষয়টি সকল আহমদী পিতা-মাতা, জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং মুরুব্বী মুয়াল্লিমদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, সন্তানদের তরবীয়তের প্রতি

আপনারা বিশেষভাবে অনেক বেশি মনোযোগ দিন। একদিকে ভবিষ্যৎপ্রজন্মকে সামলানোর দায়িত্ব রয়েছে এবং এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা আমাদের স্কন্ধে অর্পিত। আর অপরদিকে সন্তানদের মাধ্যমেই তবলীগ এবং তরবীয়তেরও আরো পথ উন্মুক্ত হয়।

প্রতিবেশিদের অধিকার প্রদান করাও ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা আর পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.)ও এর ওপর অনেক জোর দিয়েছেন। আইভোরিকোস্ট থেকে আমাদের মুবাল্লিগ লিখেন যে, একজন নবাগত আহমদী আদ্‌মা সাহেব এ বছর বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। এই নব আহমদী বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বে আমি অন্যান্য অ-আহমদী মসজিদে নামায পড়তাম। আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে আমি এত বেশি নেতিবাচক কথা শুনেছিলাম যে, আহমদীয়া মসজিদ নিকটতর হওয়া সত্ত্বেও আমি অন্যান্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়াকেই অগ্রাধিকার দিতাম। তিনি বলেন, একবার যখন আমি প্রচন্ড অসুস্থ হই তখন আহমদীয়া মসজিদের ইমাম আমার শুশ্রূষার জন্য আমাকে দেখতে আসেন। এই বিষয়টি আমার হৃদয়ে অসাধারণ প্রভাব ফেলে। আরোগ্য লাভ করার পর আমি আহমদীয়া মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে আরম্ভ করি এবং মসজিদে প্রদত্ত দরস এবং খুতবার মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মে। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠ করলে আমার হৃদয় এই বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, আজ যদি কোন জামাত কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে তা কেবল জামাতে আহমদীয়াই। অতএব আমি বয়আত গ্রহণ করি এবং বয়আত করার ফলে আমার সন্তানরাও জামাতের প্রতি আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করে। এরপর তিনি বলেন, আমার ছেলে, যে এখন সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ছে, তার আকাঙ্খা হলো সে মাধ্যমিক পর্যায় শেষ করে জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে ধর্মের সেবা করবে।

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় যেভাবে বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং বিরোধিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে আল্লাহ্ তা'লাও সেভাবেই তাদের মুখ বন্ধ করার এবং নবাগত আহমদী যারা জামাতভুক্ত হচ্ছে তাদের ঈমান সমৃদ্ধ করারও ব্যবস্থা করছেন।

ইয়াদগির, ভারতের কর্নাটকের একটি জায়গা, সেখানকার আমীর সাহেব লিখেন, গতবছর এখানে অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা আরম্ভ হয়এবং বিরুদ্ধবাদীরা বাহির থেকে নিজেদের আলেমদের ডেকে এনে জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তৃতা করাতে থাকে। ভারত এবং পাকিস্তানে জামাতের বিরোধিতা চরম পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর বিভিন্ন অকথ্য অপবাদ আরোপ করে। জামাতের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করা হয়, যার ফলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা জামাতের সাথে নোংরা ব্যবহার করে। জামাতের বিরুদ্ধে লিফলেট ছাপে এবং ছড়ায়। সেই দিনগুলোতে একজন আহমদী যে জামাতের সাথে একেবারেই সম্পর্কচ্যুত ছিল এবং জামাতের সাথে কোনভাবেই সম্পর্ক রাখতে চাইতো না, দুর্ভাগ্য বশতঃ সে জামাত থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে বিরুদ্ধবাদীরা হুমকি ধমকি দিয়ে এবং টাকা পয়সার লোভ লালসা দেখিয়ে নিজেদের সঙ্গী করে নেয় এবং তাকে ফুলের মালা ইত্যাদি পরিয়ে পুরো শহরে ঘুরায় আর প্রচারণা চালায় যে, আমরা একজন কাদিয়ানী কাফেরকে মুসলমান বানিয়েছি। পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কিত অনেক ভুল তথ্য প্রচার করা হয় এবং সেই ব্যক্তির মাধ্যমে জামাতের অনেক বিরোধিতা করা হয়। সেও জামাতের বিরুদ্ধে কুবাক্য প্রয়োগ করে। এই বিষয় সম্পর্কে জামাত যখন তার সাথে যোগাযোগ করে এবং তার সাথে কথা বলে যে, তোমার সমস্যা কি। তখন সে বলে, পত্র পত্রিকায় যেসব কথা ছাপা হয়েছে তা আমি কোনভাবেই বলিনি। আমার কিছু অপারগতা রয়েছে যা আমি আপনাদেরকে বলতে পারছি না, এ কারণেই আমি তাদের সাথে আছি। আমীর

সাহেব বলেন, এই ঘটনার মাত্র এক বছর পার হতে না হতেই এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শাস্তিতে ধৃত হয়। সে একেবারে সুস্থ্য সবল মানুষ ছিল। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তার এক পাশের হাত পা অবশ হয়ে যায়, সে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তখন অ-আহমদীরা তার কোন সঙ্গ দেয়নি। সে সময় আমাদের খোদ্দামরাই তার কাজে আসে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় আর তার সেবা করে। ডাক্তাররা বলে, এখন তার প্রাণে বাঁচাই থাকা দুস্কর। অবশেষে সে তার অশুভ পরিণামে পৌঁছে। কিন্তু তার ছেলে খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী। তার ছেলের ওপরও অ-আহমদীরা অনেক চাপ প্রয়োগ করেছে কিন্তু তবুও সে আহমদীয়াতের ওপর অবিচল ছিল। এমনকি তার পিতা জামাতের বিরোধিতা করার কারণে সে নিজ পিতার জানাযাও পড়েনি। আল্লাহ্ তা'লা তার ঈমানে আরো দৃঢ়তা দান করুন।

আল্লাহ্ তা'লার আশিসমন্ডিত এই কয়েকটি ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। এমনই আরো অগণিত ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন তাঁর কৃপারাজিকে সর্বদা আকৃষ্ট ও ধারণ করতে সক্ষম হই এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হই। আমাদেরকে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন এর ওপর তিনি আমাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করতে থাকুন। (আমীন)